বিচারগান : বিচিত্র আখ্যাননির্ভর গীতপ্রধান পরিবেশনা

মো. জাহিদ হোসেন*

সারসংক্ষেপ : বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতি তথা লোকনাট্যের পরিবেশনাগুলির মধ্যে বিচারগান অন্যতম। আঙ্গিক ও পরিবেশনারীতির কারণে এটিকে একটি স্বতন্ত্র ধারা হিসেবে গণ্য করা হয়। পরিবেশনাটি গদ্য, কাব্য, বাদ্য, নৃত্য ও গীত সহযোগে আখ্যানভিত্তিক প্রতিযোগিতামূলক সংলাপের মাধ্যমে উপস্থাপিত হয়। বাংলাদেশের ঢাকা, মানিকগঞ্জ, বৃহত্তর ফরিদপুর, টাঙ্গাইল, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সিগঞ্জ, ময়মনসিংহ ও সিলেট অঞ্চলে পরিবেশনাটি বেশি প্রচলিত। প্রবন্ধটিতে বিচারগানের উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ ও পরিবেশনাকৌশল নিয়ে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে পরিবেশনা রীতিটিকে বোঝার চেষ্টা করা হয়েছে।

বিচিত্র লোকসংস্কৃতির আধার এই বাংলাদেশের রয়েছে সহস্র বছরের নিজস্ব ইতিহাস। আর এই সংস্কৃতির ধারায় জন্ম নিয়েছে বিভিন্ন রকম লোকজ পরিবেশনা। তন্মধ্যে দেশজ নাট্য বা লোকনাট্য একটি ধারা। যাতে রয়েছে শতাধিক বিচিত্র আঙ্গিকের পরিবেশনা। বিচারগান এই বিচিত্র পরিবেশনাগুলোর মধ্যে একটি। পরিবেশনা রীতিটির উৎপত্তি, ক্রমবিকাশ, পরিবেশনা কৌশল, বিষয়বস্তুর স্বাতন্ত্র্য ও আঙ্গিকগত পার্থক্যের বিচারে, বিচারগানকে বিচিত্র আখ্যানভিত্তিক ও গীতপ্রধান পরিবেশনা বলা যায়।

উৎপত্তি

বিচারগানের উৎপত্তি নিয়ে আলোচনার পূর্বে লোকনাট্য ও লোকনাট্যের উৎপত্তি প্রক্রিয়া নিয়ে আলোচনা করলে বিচারগানের উৎপত্তি বিশ্লেষণ সহজ হবে। কেননা লোকনাট্যের একটি অবিচ্ছেদ্য ধারা হচ্ছে বিচারগান। লোকনাট্য সম্পর্কে ড. আশুতোষ ভট্টাচার্য বলেন, 'গ্রামীণ সমাজের জনসাধারণের জীবন অবলম্বন করে যে

*প্রভাষক, থিয়েটার এন্ড মিডিয়া স্টাডিজ বিভাগ, প্রিয়াংকা কালচারাল ইনস্টিটিউট, ঢাকা।

https://doi.org/10.62328/sp.v55i1.11

নাট্যধর্মী রচনা মুখে মুখে রচিত হয়ে মুখে মুখেই প্রচারিত হয় তাই লোকনাট্য।' (আশুতোষ, ১৩৭৪ : ৮)

এছাড়া লোকনাট্য সম্পর্কে মোহাম্মদ সাইদুর বলেন,

> লোকনাট্য কলা বলতে এমন এক জাতীয় গীতাভিনয় ও অভিনয় কলার কথা বলা হয়েছে – যে কাহিনীর রচক, গীতাভিনয়ের দর্শক, শ্রোতা, কলাকুশলী, পাত্র-পাত্রী থেকে নর্তক-নর্তকী, গীতক-বাদক সবাই পল্লীর সাধারণ নিরক্ষর ও সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকসমাজ। এ জাতীয় কাহিনী-কলার অভিনয় বা নাটকীয় কোন ফর্ম বা লিখিত রূপ নেই। প্রাচীন কাল থেকেই এ কলার বিভিন্ন কাহিনী ও রূপ সাধারণ মানুষের স্মৃতি ফলকে রক্ষিত হয়ে যুগের পর যুগ শতাব্দীর পর শতাব্দী পেরিয়ে ক্রমবিবর্তনের মধ্য দিয়ে এগুলি আজ পর্যন্ত চলে আসছে। সে দিক থেকে এ কলা যেহেতু সাধারণ লোকসমাজে উদ্ভূত ও সাধারণ লোকসমাজেই এর ব্যাপ্তি সুতরাং একে 'লোকনাট্য কলা' বলাই শ্রেয়। (সাইদুর, ১৯৯৯ : ১৩৩-১৩৪)

যেহেতু বিচারগান লোকনাট্যের একটি শাখা সেহেতু বিচারগানের সংজ্ঞায়িতকরণ ও এর উৎপত্তির গোড়াস্থল খুঁজতে গেলেও আমরা এ দেশের গ্রামীণ সমাজের আচার-অনুষ্ঠান, ধর্মীয় বিশ্বাস ও দীর্ঘকাল ধরে চলে আসা লোকসংস্কৃতিরই চিহ্ন খুঁজে পাই; যার কাহিনীর রচক, গীতাভিনয়ের দর্শক, শ্রোতা, কলাকুশলী, পাত্র-পাত্রী থেকে নর্তক-নর্তকী, গীতক-বাদক সবাই পল্লির সাধারণ নিরক্ষর ও সামান্য অক্ষরজ্ঞান সম্পন্ন লোকসমাজেরই সাধারণ মানুষ। তবে সুনির্দিষ্ট করে বলতে গেলে– বাউলগান, কবিগান, কড়চাগানের সাথে এর নিবিড় সম্পর্কের চিহ্ন মেলে। কারণ বাউলগানে যেমন দেহতত্ত্ব, আত্মতত্ত্বের উপস্থিতি বিদ্যমান ঠিক তেমনি বিচারগানেও এ বিষয়গুলো রয়েছে। মূল পার্থক্য বিচারগান প্রতিযোগিতা বা পাল্লা দিয়ে পরিবেশন করা হয় কিন্তু বাউলগানে তা হয় না, তবে বাউল গানগুলো বিচারগানে গাওয়া হয়। বিচারগানে বাউলগানের যে উপস্থিতি রয়েছে সে-সম্পর্কে জনৈক গবেষক বলেছেন –

> বর্তমান সময়ের বিচারগানের আসরে লালন সাঁইজির এমন অনেক প্রশ্ন উত্থাপন ও উত্তর প্রদত্ত গান স্বতঃস্ফূর্তভাবে পরিবেশিত হয়ে থাকে এবং নিত্য-নতুন আসরে প্রতিভাবান গায়েন-কবির সৃজন দক্ষতায় প্রশ্ন উত্থাপনের নতুন গান ও উত্তর প্রদানের নতুন গানও রচিত হয় বৈকি। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৮)

অর্থাৎ বিচারগানে বহু প্রশ্নবোধক গান রয়েছে যার মধ্যে রুজ্জব দেওয়ান রচিত, 'আমি কোথায় ছিলাম, কোথায় এলাম আবার জানি কোথায় যাই। দয়াল আমার দেশের খবর জানতে চাই।' লালন শাহের গানেও প্রশ্নবোধক গান পাওয়া যায়। যেমন– 'জানতে হয় আদম সফির আদ্যকথা।' অন্যদিকে আদম সৃষ্টি রহস্যের প্রশ্নের উত্তর

পাওয়া যায় সাধক দেওয়ান রশীদ আল চিশ্‌তির গানে – 'আল্লাহ মুহাম্মদ আদম তিন জনা এক নূরেতে নূরেতে, আমি ডুব দিয়া রূপ দেখিলাম প্রেম নদীতে নদীতে।' এতে করে বলা যায়, বিচারগান ও বাউলগানের দর্শন চিন্তা একই কিন্তু পরিবেশনা কৌশল ভিন্ন; যা হয়তো বা লালনের কিছু কাল পর থেকে বা সমসাময়িক কাল থেকে শুরু হয়েছে। অন্যদিকে রথীন্দ্রকান্ত ঘটক চৌধুরী বিচারগান প্রসঙ্গে বলেন – "পশ্চিম বাংলার তরজাগান বাংলাদেশের ফরিদপুর অঞ্চলে করচাগানে রূপান্তরিত হয়ে পর্যায়ক্রমে বিচারগানে রূপ নেয়।" (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৮)

এছাড়া আরও জানা যায়, "বিচারগানের জগতে কিংবদন্তি গায়ক ছিলেন আবদুল হালিম বয়াতি। বিচারগানে তিনি বিষয়ভিত্তিক ধারা চালু করেন।" (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৮) কিন্তু অন্যদিকে বিচারগানে কবিগানেরও প্রভাব দেখা যায়। কারণ হিসেবে বলা যেতে পারে, কবিগানে যেমন প্রশ্ন ও প্রশ্নের উত্তর দেয়া হয়, ঠিক তেমনি বিচারগানেও বিদ্যমান। তবে বিচারগান ও কবিগানের মূল পার্থক্য হচ্ছে কবিগান অনেক বেশি কাব্যিক ভঙ্গিতে পরিবেশিত হয়, বিচারগানেও কাব্য আছে কিন্তু গদ্য-বর্ণনা বেশি। এ ছাড়া কবিগান মূলত হিন্দুধর্মের দর্শন ও মিথ নিয়ে আলোচনা করা হয়; বিচারগানে ইসলাম ধর্মের দর্শন, মিথ ও কাহিনি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তবে কখনো কখনো অন্যধর্ম বিশেষত হিন্দু ধর্মের দর্শন, কাহিনিও উদ্ধৃত হয়। তাই কবিগানকে বিচারগানের পূর্বসূরি বলা যেতে পারে। অর্থাৎ বিচারগান ও কবিগানের মধ্যে যেমন উৎপত্তিগত সম্পর্ক রয়েছে, তেমনি এ দুটি পরিবেশনার আঙ্গিক ও রীতির মধ্যেও রয়েছে বিশেষ মিল। কবিগান সম্পর্কে সৈয়দ জামিল আহমেদ বলেন,

> A Popular form of debating contest, between two professional minstrels [চারণ কবি] (kaviyal or sarkar) and their troupes [অভিনয়কারী দল], is known as kavi Gan. The sarkar create their argument in extempore [প্রস্তুতিহীনভাবে] verse and lyric, with musical and choral accompaniment. (জামিল, ২০০০ : ৩৩৫)

এখানে কয়েকটি বিষয় দেখা যাচ্ছে যে, কবিগান প্রতিযোগিতামূলক, কাব্য-গীত-বাদ্য ও কোরাসের সাহায্যে পরিবেশিত হয়। কবিগান অনেক বেশি কাব্যনির্ভর; অন্যদিকে বিচারগানে তুলনামূলকভাবে কাব্যধর্ম কম। এছাড়া কবিগানে হিন্দুধর্মের প্রাধান্য বেশি, বিচারগানে ইসলাম ধর্মের সংযুক্তি অধিক। পরিবেশনা দুটিতে পালা আকারে দুই পক্ষের গায়েন ও দোহারের মধ্যে পাল্লাপাল্লি বা প্রতিযোগিতা হয়। সে ক্ষেত্রে বিচারগান ও কবিগানকে প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা হিসেবে অভিহিত করা যেতে পারে।

আলোক চিত্র : ১ বিচারগানের মঞ্চের একটি চিত্র, যাতে বিচারগানের বিখ্যাত শিল্পী রশিদ সরকারের (দাঁড়ানো) সাথে বিপক্ষের শিল্পী ও দুই দলের দোহার ও যন্ত্রীদল (ছবি সংগৃহীত)

ক্রমবিকাশ

যেহেতু বিচারগান লোকসংস্কৃতি তথা লোকনাট্যের একটি আঙ্গিক তাই এর ক্রমবিকাশের সুনির্দিষ্ট ইতিহাস পাওয়া যায় না। কেননা লোকসংস্কৃতির বৈশিষ্ট্যই এরূপ যে তার কোনো উৎপত্তি ও বিকাশ লিপিবদ্ধ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক নিয়ম। তবে গবেষণাসূত্রে বেশ কয়েকজন বিচারগানের শিল্পীর বয়ান অনুযায়ী জানা যায়, বিচারগানের বিকাশ মূলত কয়েকজন শিল্পীর কঠোর প্রচেষ্টায় সাধিত হয়েছে। বিচারগানের আদি ও বিখ্যাত শিল্পী আবদুল হালিম বয়াতি, আবদুল খালেক দেওয়ান, আবদুল মালেক দেওয়ান, মারফত আলী দেওয়ান, রজ্জব আলী দেওয়ান, দিরাজউদ্দিন বয়াতি, আনোয়ার দেওয়ান, রশীদ সরকার, মাখন দেওয়ান, মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান, আয়নাল বয়াতি, রহমান বয়াতিসহ গ্রাম বাংলার সাধারণ মানুষজনের মাধ্যমেই এর বিকাশ ঘটেছে।

পাণ্ডুলিপি

পৃথিবীর প্রায় সকল লোকসংস্কৃতির বা লোকনাট্যেরই প্রায় পাণ্ডুলিপি থাকে না। কারণ ঐতিহ্যের ধারায় মানুষের মুখে মুখে এর প্রচার ও বিকাশ ঘটে। বিচারগানের ক্ষেত্রেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। এই পরিবেশনাটিরও কোনো লিখিত পাণ্ডুলিপি নেই। তবে কিছু গান ও তত্ত্ব লিখিত থাকে, যা গুরু-শিষ্য পরম্পরায় শিল্পীরা পেয়ে থাকেন।

বিচারগানের আদিশিল্পী

বিচারগানের শিল্পী আজিজ সরকার ও বেশ কয়েকজন শিল্পীর ভাষ্য মতে, ঢাকার আলফো দেওয়ান, রজ্জত আলী দেওয়ান, আনোয়ার দেওয়ান, মানিকগঞ্জের রাধাবল্লভ সরকার, হোসেন বয়াতি, দিরাজউদ্দিন বয়াতি, নারায়নগঞ্জের আবদুল খালেক দেওয়ান, আবদুল মালেক দেওয়ান, বিক্রমপুরের মারফত আলী দেওয়ান, ফরিদপুরের আবদুল হালিম বয়াতি প্রমুখ শিল্পীকে বিচারগানের আদি শিল্পী বলা যেতে পারে, কারণ বিচারগানের প্রাচীনতম শিল্পী হিসেবে তারাই বেশি পরিচিত।

আলোক চিত্র : ২ বিচারগানের আদি শিল্পীদের একজন রজ্জত আলী দেওয়ান (ছবি সংগৃহীত)

আদি থেকে বর্তমান পর্যন্ত বিচারগানের কিছু গুরু-শিষ্য পরম্পরা

লোকসংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এগুলো গুরু-শিষ্য পরম্পরায় মানুষের মুখে-মুখে যুগ যুগ ধরে টিকে রয়েছে। বিচারগানও তেমনি একটি গুরুমুখী লোকনাট্য পরিবেশনা। অর্থাৎ গুরু-শিষ্য পরম্পরায় ক্রমবিবর্তনের মাধ্যমে বিচার গান এ পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে। বিচারগানের গুরু-শিষ্য-পরম্পরা রীতির স্বরূপ চারটি গুরু-শিষ্য ধারায় উল্লেখ করা যেতে পারে :

১. আলফো দেওয়ান→ খালেক দেওয়ান→রাজ্জাক দেওয়ান→ কাজল দেওয়ান

২. আনোয়ার দেওয়ান → রশীদ সরকার→ আবুল সরকার → আলমাছ সরকার

৩. আবদুল হালিম বয়াতি→ আয়নাল বয়াতি → আবুল সরকার

৪. শাহ আব্দুল করিম→ নূর জালাল ও আব্দুর রহমানসহ অন্যান্য।

মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান কাজল দেওয়ান মমতাজ বেগম

আলোক চিত্র : ৩ গুরু-মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান এবং তাঁর দুই শিষ্য কাজল দেওয়ান ও মমতাজ বেগম (ছবি সংগৃহীত)

বিচারগানের বর্তমান শিল্পী

বর্তমানে বাংলাদেশের যতগুলো দেশজ নাট্য বা লোকনাট্য পরিবেশনা রয়েছে, তার প্রায় সবগুলোই বিলুপ্তির পর্যায়ে। কিন্তু তার মধ্যেও আশার আলোকশিখা হচ্ছে বিচারগান। পরিবেশনাটি ক্রমান্বয়ে উজ্জ্বলতার সাথে প্রসার লাভ করছে। এমনকি পরিবেশনাটির শিল্পী সংখ্যাও আশাতীতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেহেতু পরিবেশনাটির সাথে অগণিত শিল্পী সংশ্লিষ্ট সেহেতু সকলের পরিচয় উদ্‌ঘাটন করা সম্ভব নয়। তবে বর্তমানে যারা বিচারগানের স্বনামধন্য শিল্পী তাদের মধ্য হতে কয়েকজনের নাম উল্লেখ করা যেতে পারে। ঢাকার পরশ আলী দেওয়ান, কাজল দেওয়ান, রজ্জব দেওয়ান; মানিকগঞ্জের আবুল সরকার, আজিজ সরকার, আমজাদ সরকার, জালাল সরকার, আলমাছ সরকার, আলতাব সরকার, রহমান বয়াতি, মালেক সরকার, মমতাজ বেগম, রাহেলা সরকার; বিক্রমপুরের আবুল সরকার, লতিফ সরকার, শাহ্ আলম সরকার; ফরিদপুরের আয়নাল বয়াতি, আবুল সরকার, আলেয়া বেগম; ঝিনাইদহের খোরশেদ আলম বয়াতি, নজরুল ইসলাম বয়াতি; সিলেটের সোনা মিয়া, আবদুর রহমান বয়াতি, তোয়াহেদ শাহ্, প্রাণকৃষ্ণ, আজগর আলী, রনেশ ঠাকুর, শাহীনুর বয়াতি প্রমুখ। এই সকল শিল্পীর অবদানে বর্তমানে বিচারগান ক্রমান্বয়ে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যাচ্ছে।

বিচারগানে নারী শিল্পী

বাংলা নাট্যের গোড়ার দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, নারী কুশীলবের অপূর্ণতা, যা অদ্যাবধি পূরণ হয়নি। তবে বর্তমানে বিচারগানে নারী শিল্পীদের দৃঢ় অবস্থান রয়েছে; যা হয়তো বা বাউল দর্শনের কারণে সম্ভব হয়েছে। বর্তমানে বিচারগানে আলেয়া বেগম, বিলকিস বানু, মমতাজ বেগম, বীথি সরকার, শারমীন আক্তার, নীলা পাগলী, রাহেলা আক্তার, আকলিমা আক্তার, লিপি সরকার, শেফালী সরকার, বিউটি আক্তার প্রমুখ নিয়মিত বিচারগান পরিবেশন করেন এবং বিচারগানের ভক্তদের নিকট

তারা খুবই জনপ্রিয়। এমনকি বিচারগানের শিল্পী হওয়া সূত্রে নারী সাংসদ মমতাজ বেগম এতো জনপ্রিয়তা অর্জন করতে পেরেছেন ।

আলোক চিত্র : ৪ বিচারগানের বিখ্যাত নারী শিল্পী মমতাজ বেগম (দাঁড়ানো) (ছবি সংগৃহীত)

বিচারগানের পালাসমূহ

কয়েকজন প্রবীণ বিচারগানের শিল্পী ও ভক্তের ভাষ্যমতে জানা যায় যে, বিচারগানের পরিবেশনা প্রথম দিকে গুটিকয়েক পালার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর ব্যাপ্তি ও বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন পালা রচিত হয়েছে। এ পর্যন্ত মাঠ পর্যায়ের গবেষণা অনুসন্ধানে বিশের অধিক পালা পাওয়া গেছে। পালাগুলোকে তিনটি ভাগে বিভাজন করা যেতে পারে। প্রথমত, ধর্মীয় পালা; যেখানে মূলত ইসলাম ও হিন্দু ধর্মের ওপর ভিত্তি করে পরিবেশনা উপস্থাপিত হয়। দ্বিতীয়ত, মহৎ ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্তমূলক পালা; যেখানে দুজন গুণী বা সাধু ব্যক্তির জীবন নিয়ে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে পালা করা হয়ে থাকে। তৃতীয়ত, সমাজ বিশ্লেষণাত্মক পালা; এ পালাগুলোতে প্রধানত সমাজের বা পরিবারের ব্যক্তির সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক নিয়ে বিশ্লেষণাত্মক উপায়ে দুই পক্ষের শিল্পীর পালা উপস্থাপিত হয়ে থাকে। তবে সমাজ বিশ্লেষণাত্মক পালাগুলোতে কিছু কিছু শিল্পী অশ্লীল ও অশ্রাব্য বিষয় নিয়েও তর্ক করেন। এ কারণে ভক্ত ও বিজ্ঞ শিল্পীদের দ্বারা এগুলো সমালোচিতও হয়। যেমন, বিখ্যাত শিল্পী মাতাল রাজ্জাক দেওয়ান বিচারগানের এ রকম পালার সমালোচনা করে প্রতিবাদী একটি গান গাইতেন। গানটি এরকম –

আমি তো লাজে মরি, কি যে করি গলায় দড়ি দিয়া,
বিপদে পইড়াছি বড় বাউলা গান শিখিয়া ॥ ঐ
কেউ বা হইল দুলাভাইও কেউবা আবার শালী,
কেউ হইল সুজন বাইদ্যা কারও মাথায় চুড়ির ঢালী ।
ও কেউ নানা হইল নাতিন লইয়া খাইল গড়াগড়ি ॥ ঐ

অর্থাৎ বিচারগানের পালা ভেদে পরিবেশনার বিষয়বস্তু যেমন থাকে আলাদা তেমনি উপস্থাপনের ধরনেও থাকে বৈচিত্র্যময়তা । পালাগুলোকে বিষয়বস্তুর নিরিখে বিভাজন প্রক্রিয়ায় নিম্নরূপ ছকে বিশ্লেষণ করা যেতে পারে ।

ধর্মীয় পালা	জীবনবৃত্তান্তমূলক পালা	সমাজ বিশ্লেষণাত্মক পালা
১. আদম-হাওয়া	১. বড়পীর-খাজা বাবা	১. বাবা-মা
২. আদমতত্ত্ব-নবীতত্ত্ব	২. লালনশাহ্-সিরাজশাহ্	২. বাবা-ছেলে
৩. আদি আদম-বনী আদম		৩. মা-ছেলে
৪. জীব-পরম		৪. বউ-শাশুড়ি
৫. নবুয়ত-বেলায়েত		৫. নারী-পুরুষ
৬. শরিয়ত-মারফত		৬. দেবর-ভাবি
৭. হাশর-কিয়ামত		৭. শালী-দুলাভাই
৮. রাধা-কৃষ্ণ		৮. বাইদা-বাইদানী
৯. মান-ভঞ্জন		
১০. সুবোল-মিলন		
১১. গুরু-শিষ্য		
১২. কাম-প্রেম		
১৩. হিন্দু-মুসলমান		
১৪. মালজুরি মালা		

ছকে উল্লিখিত পালাগুলোতে মূলত ভিন্ন ভিন্ন বিষয় নিয়ে দ্বি-পক্ষীয় প্রতিযোগিতা হয় । কিন্তু মালজুরি পালাটি এর ব্যতিক্রম । মালজুরি পালায় কোনো সুনির্দিষ্ট বিষয়ভিত্তিক পালা থাকে না, এখানে শিল্পীরা একে অপরকে যে কোনো তত্ত্ব বা বিষয়ের প্রশ্নবাণে আঘাত করতে পারে । অর্থাৎ পালাটিতে প্রতিযোগিতা হয় কিন্তু সেটা সুনিদিষ্ট বিষয়ের উপর নয় । যেখানে একজন গায়েন আরেক জনকে যে কোনো বিষয়ের মাধ্যমে প্রশ্ন করে ঠেকাতে পারেন; যা অনেক বেশি চ্যালেঞ্জিং ও দর্শক-প্রিয় । শিল্পী আজিজ সরকারের ভাষ্যমতে, 'মালজুরি পালাটির উদ্ভাবক বিচারগানের বিখ্যাত শিল্পী রজ্জব আলী দেওয়ান ।'

বিচারগানের নায়ক বা পৃষ্ঠপোষক

বাংলাদেশের থিয়েটার চর্চায় পৃষ্ঠপোষকের যথেষ্ট ঘাটতি আমরা লক্ষ্য করি। কিন্তু বিচারগান বাংলাদেশের একটি প্রাচীন লোকপরিবেশনা হওয়া সত্ত্বেও এর পৃষ্ঠপোষকের প্রতুলতা দেখতে পাই। বিচারগানের পৃষ্ঠপোষক মূলত বাংলাদেশের বিভিন্ন মাজারের কমিটি, পীর, গোসাঁই, গ্রামের বারোয়ারি মেলার কমিটি এবং গ্রামের সাধারণ মানুষজন।

বিচারগানের শিল্পীদের বায়না

যেহেতু বিচারগানের নায়ক বা পৃষ্ঠপোষকের ঘাটতি নেই বললেই চলে, সেহেতু বিচারগানের শিল্পীদের বায়না শিল্পীর মান সাপেক্ষে নির্ধারিত হয়ে থাকে। বর্তমানে বিচারগানের শিল্পীদের বায়না মান বিচারে ১০ হাজার থেকে ৫০ হাজার পর্যন্ত। উল্লেখ্য যে বিচারগানের শিল্পীদের মধ্যে মৃত দলিল উদ্দিন বয়াতি আজ থেকে প্রায় ২০-২৫ বছর আগে বায়না পেতেন ৩০-৬০ হাজার টাকা, যা বর্তমানের অনেক শিল্পীর চেয়েও বেশি। তবে বর্তমানে আবুল সরকার (মানিকগঞ্জ), মমতাজ বেগম, লতিফ সরকার, শাহ আলম সরকার, কাজল দেওয়ান, আক্কাস দেওয়ান প্রমুখ শিল্পীদের বায়না বাংলাদেশে বিচারগানের শিল্পীদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা বেশি।

মঞ্চ ও সাজঘর

বিচারগানের মঞ্চ বা আসর সম্পর্কে সাইমন জাকারিয়া বলেন,

> বিচারগানের আসরের মাঝখানে সাধারণত চারটি চৌকি দিয়ে মঞ্চ বানানো হয়। তার ওপর থাকে শামিয়ানা। মঞ্চের চারপাশে থাকে দর্শক-শ্রোতার বসবার ব্যবস্থা। সহকারী-দোহারদের মাঝখানে রেখে গায়ক বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি সহকারে এই গান পরিবেশন করে থাকেন। (সাইমন, ২০০৮ : ৪৬৯)

তবে বিচারগান পরিবেশনায় মঞ্চের তেমন কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো নেই। মঞ্চ মূলত পরিবেশনা স্থানের আয়তন ও পরিবেশনা সুবিধার ওপর নির্ভর করে তৈরি করা হয়ে থাকে। তবে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই মঞ্চ বর্গাকার হয়, যার চারপাশে দর্শক আসন গ্রহণ করে থাকেন। তাছাড়া কখনো কখনো মঞ্চ আয়তাকার ও প্রসেনিয়াম আদলেও হয়। মঞ্চ সাধারণত অস্থায়ী হয়। তবে মানিকগঞ্জ জেলার হরিরামপুরের তাজুল ইসলামের বাড়ির পাশে তার ব্যক্তিগত উদ্যোগে তৈরি একটি বিচারগানের স্থায়ী মঞ্চ রয়েছে। এখানে বিচারগানের একটি মঞ্চের রেখা চিত্র উপস্থাপন করা হলো।

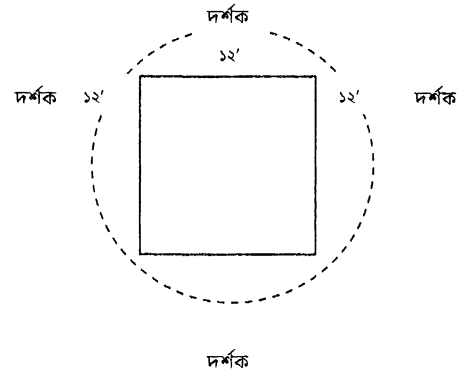

রেখাচিত্রটি ২৬/১২/২০০৯ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন নিমতা গ্রামের পীর সাহেব আজিমউদ্দিন আল চিশ্‌তির বাড়ি থেকে সংগৃহীত।

মঞ্চে মূলত দুইদল শিল্পী দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে দুই পাশে বসে; তাদের সঙ্গে অন্য লোকজন বিশেষত পরিবেশনার পৃষ্ঠপোষকগণও বসেন। মঞ্চে প্রবেশ-প্রস্থান এক বা দুপাশ দিয়ে হয়ে থাকে। বিচারগানে মঞ্চের মতো সাজঘরেরও কোনো নির্দিষ্টতা নেই। সাজঘর মূলত পৃষ্ঠপোষকের বাড়ির ঘর বা খোলা আঙিনায় হয়ে থাকে।

পোশাক ও মেক-আপ

কয়েকজন শিল্পীর ভাষ্যমতে, বিচারগানে আগে দৈনন্দিন পোশাক লুঙ্গি, পাঞ্জাবি পরিধান করেই পরিবেশনাকারীরা পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু বর্তমানে বিচারগানকে উদ্দেশ্য করে শিল্পীরা সাদা লুঙ্গি, ঢিলে-ঢালা পাঞ্জাবি, চাপা পাজামা, গলায় উত্তরীয় ব্যবহার করে থাকেন । তবে প্রায় ক্ষেত্রেই পোশাকের রং একটি দেখা যায়, যেমন: সাদা, লাল, হলুদ, গেরুয়া প্রভৃতি। মেক-আপের ক্ষেত্রে সাধারণত দেখা যায় শিল্পীরা মেক-আপ ব্যবহার করেন না, তবে কখনো কখনো স্নো-পাউডার ব্যবহার করেন। এছাড়া শিল্পীরা কিছু অলঙ্কার ব্যবহার করেন, যেমন: আংটি, তুলসী মালা, রুদ্রাক্ষরমালা, স্বর্ণের চেইন ইত্যাদি। তবে নারী শিল্পীরা মেয়েলি সকল প্রকার অলঙ্কার নিয়েই পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন।

বাদ্যযন্ত্র

বিচারগানে প্রথম দিকে সারিন্দা, দোতারা, ঢোল, বাঁশি, জুরি দিয়ে গান গাওয়া হতো বলে জানা যায়, কিন্তু বর্তমানে সারিন্দা, বেহালা, দোতারা, ঢোল, জুরি, কখনো কখনো প্যাড ব্যবহার করতে দেখা যায়। অবশ্য বর্তমানে সারিন্দার স্থলে বেহালার ব্যবহার বেশি লক্ষ্যণীয়। তাছাড়া গুটি কয়েক শিল্পী সারিন্দা বাজিয়ে গান করেন, তন্মধ্যে আয়নাল বয়াতি, পরশ আলী দেওয়ান, চন্নু সরকার প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

আলোক চিত্র : ৫ বিচারগানের একটি যন্ত্রীদল ও বাদ্যযন্ত্র (ছবি সংগৃহীত)

দ্রব্যসামগ্রী, আলো ও শব্দ

বিচারগানে সাধারণত কোনো দ্রব্যসামগ্রীর ব্যবহার দেখতে পাওয়া যায় না। তবে বেহালার স্বরের মাধ্যমে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম দ্রব্যের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। যেমন: তরবারি, লাঠি প্রভৃতি। বিচারগানে পূর্বে গ্রামীণ বাতি, বিশেষত হারিকেন, কুপি পরবর্তীকালে হ্যাজাকবাতি ব্যবহৃত হতো, কিন্তু বর্তমানে বৈদ্যুতিক বাতি ব্যবহৃত হয়। অন্যদিকে পূর্বে পরিবেশনায় শিল্পীরা খোলা গলায় গান করলেও বর্তমানে মাইক বা সাউন্ডবক্স ব্যবহার করতে দেখা যায়।

দর্শক, আসন ব্যবস্থাপনা ও প্যালা

পরিবেশনাটিতে লক্ষ্যণীয় বিষয় হচ্ছে, হিন্দু-মুসলমান দুই ধর্মাবলম্বী দর্শক অত্যন্ত সম্প্রীতির সাথে পরিবেশনাটি উপভোগ করেন এবং দর্শকের আসন ব্যবস্থাপনায় মূলত খড়, নাড়া, ছন, কাঁশবন, পাটি, মাদুর চেয়ার প্রভৃতি ব্যবহৃত হয়। আসরে যে সকল দর্শক থাকেন, তাদের মধ্য হতে অনেকেই গায়কের পরিবেশনায় সন্তুষ্ট হয়ে শিল্পীদের টাকা দিলে তাদের নাম ঘোষক কর্তৃক মাইকে জানানো হয়। তাছাড়া পরিবেশনা উপস্থাপন কমিটি কখনো কখনো অনুরোধের মাধ্যমে দর্শকদের নিকট হতে প্যালা তুলেন।

প্রচারণা

যেহেতু পরিবেশনাটি প্রধানত গ্রামীণ পটভূমিতেই বেশি পরিবেশিত হয়। তাই এর প্রচারণা মূলত গ্রামের মানুষের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়ে। তাছাড়া নায়কের (পীরের) শিষ্যরাও প্রচারপত্র বা পোস্টারের মাধ্যমে প্রচার করেন।

কুশীলব

বিচারগানের কুশীলবরা মূলত গ্রামের খেটে খাওয়া কৃষক-শ্রমিক শ্রেণি। তবে মূল দুজন গায়েনের প্রধান পেশাই এই পরিবেশনা। পরিবেশনাটি যেহেতু প্রতিযোগিতামূলক তাই আগে থেকেই দুজন গায়েনের নেতৃত্বে দুটি দল থাকে। যারা

স্ব স্ব পক্ষের গায়কের পক্ষে পরিবেশনায় অংশগ্রহণ করেন। তাদের প্রত্যেকে ভিন্ন ভিন্নভাবে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ভূমিকা রাখেন। এখানে কুশীলবদের ভূমিকা, বয়স, পেশা প্রভৃতির একটি বিশ্লেষণ ছকের মাধ্যমে তুলে ধরা হলো, যাতে বিচারগানের কুশীলব সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

প্রথম পক্ষ				**দ্বিতীয় পক্ষ**			
পদবী/ভূমিকা	নাম	বয়স	পেশা	পদবী/ভূমিকা	নাম	বয়স	পেশা
মূল গায়েন	আজিজ সরকার	৫৩	গান	মূল গায়েন	আবুল সরকার	৪৭	গান
হারমোনিয়াম	রওশন আলী	৩৫	গান	হারমোনিয়াম	আলমাস হোসেন	৩৫	গান
ঢোল	হারুন-উর-রশীদ	২৫	কৃষি	ঢোল	শহিদুল ইসলাম	৩৫	ঢুলি
আরবাঁশি	আমিনুর রহমান	২৮	কৃষি	আরবাঁশি মন্দিরা	ইসহাক হোসেন	৩৮	ব্যবসা
মন্দিরা	ফরহাদ হোসেন	২৬	রাজ মিস্ত্রি	মন্দিরা	আশিক সরকার	১৯	গান
মন্দিরা	রেজাউল করিম	২৫	কৃষি	বেহালা	জিন্নাহ সরকার	৩৫	কৃষি

উপরের ছকটি ২৬/১২/২০০৯ তারিখে মানিকগঞ্জ জেলার ঘিওর উপজেলাধীন নিমতা গ্রামের পীর সাহেব আজিমউদ্দিন আল চিশ্‌তির বাড়িতে অনুষ্ঠিত বিচারগান পরিবেশনায় অংশগ্রহণকারী কুশীলবদের ওপর করা হয়েছে।

পরিবেশনা কৌশল

বিচারগান যেহেতু একটি প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা তাই পরিবেশনাটিতে দুপক্ষের গায়েন ও দোহারের মধ্যে কাব্যে, গদ্যে, গীতে তীব্র লড়াই হয়ে থাকে এবং তাতে দর্শকই প্রধান বিচারক হিসেবে পরিবেশনাটি উপভোগ করেন। বিচারগানের পরিবেশনা পদ্ধতির বিষয়ে শাহিদা খাতুন বলেন,

> বিচারগানের আসর বসে সাধারণত দর্শক-শ্রোতাদের মাঝখানে। দুজন গায়ক বা বয়াতির মধ্যে গানের প্রতিযোগিতা হয়। প্রথমে বিষয় নির্বাচন করে পরে দুজন বয়াতির একজন পক্ষে এবং অন্যজন বিপক্ষে থেকে নিজ নিজ যুক্তিসহ গানের কথায় প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা করে। বিচারগানের বিষয় প্রধানত শরিয়ত, মারফত, নবীতত্ত্ব, আদমতত্ত্ব, রসতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্ব, নারীতত্ত্ব, যৌবনতত্ত্ব প্রভৃতি। এছাড়া নারী-পুরুষ, গুরু-শিষ্য প্রভৃতি বিষয় নিয়েও এ গানের প্রতিযোগিতা হয়।

> বিচারগান দীর্ঘসময় ধরে পরিবেশিত হয়। গান পরিবেশন কালে মূল গায়েন দাঁড়িয়ে গান করেন এবং দোহাররা তার সঙ্গে ধুয়া ধরে। (শাহিদা, ২০১১ : ২৯৯)

তবে পরিবেশনাটিকে একটি কাঠামোগত জায়গা থেকে বিভাজন করা যেতে পারে। যথা : আখ্যানপূর্ব, মূল আখ্যানভাগ ও অন্ত্যপর্ব (বিচ্ছেদগান)। পরিবেশনাটির আখ্যানপর্বে যন্ত্রবাদন, বন্দনা ও খাজা বাবার গান গেয়ে একজন গায়েন স্টেজ শেষ করেন এরপর বিপক্ষের শিল্পী একই উপায়ে তার প্রথম স্টেজ শেষ করেন। এরপর নায়ক কর্তৃক পালা নির্ধারিত হলে গায়েনদ্বয় স্ব স্ব পক্ষের পালা অনুযায়ী বিভিন্ন বাগবিতণ্ডা, ঘটনা, উপ-ঘটনা, বিভিন্ন আধ্যাত্মিক গানের মাধ্যমে একের পর এক পরিবেশন গান করতে থাকেন; যাকে বলা যায় মূল আখ্যানপর্ব এবং শেষ হয় শিল্পীদের বিচ্ছেদগানের মাধ্যমে, তবে ব্যাপ্তিকাল নির্দিষ্ট নয়। কখনো অর্ধরজনী কখনো বা সারা রাত পালা হয় কিন্তু পালা শেষ হয় না। যাতে কুশীলব ও দর্শক পরিবেশনার রসে ডুবে থাকেন।

উপসংহার

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়, বিচারগান বাংলাদেশের লোকসংস্কৃতিতে বিদ্যমান লোকনাট্যের একটি স্বতন্ত্র ধারা; যা এদেশের প্রাচীন লোকনাট্যাঙ্গিক থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে একটি স্বতন্ত্র আঙ্গিকে আবির্ভূত হয়েছে। এটি মূলত গীতপ্রধান, আখ্যাননির্ভর ও প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশনা। পরিবেশনাটি মূলত গুরু-শিষ্য পরম্পরায় বিবর্তনের মধ্য দিয়ে এ পর্যন্ত এসেছে। বিচারগালে বাউলগানের বহুল ব্যবহার দেখা গেলেও গায়েন-দোহারের প্রতিযোগিতামূলক উপস্থাপনার ফলে বাউলগান থেকেও এটি একটি আলাদা আঙ্গিকে প্রকাশ পায়।

গ্রন্থপঞ্জি

আবদুল ওয়াহাব (২০০৭)। *বাংলাদেশের লোকগীতি : একটি সমাজতাত্ত্বিক অধ্যয়ন*, ১ম খণ্ড, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

আশুতোষ ভট্টাচার্য (১৩৭৪)। *বাংলা নাট্যসাহিত্যের ইতিহাস*, ৩য় সংখ্যা, কলকাতা

ওয়াকিল আহমদ (১৯৯৮)। *বাংলার লোকসঙ্গীত : সারিগান*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহাম্মদ আবদুল জলিল (১৯৯৩)। *লোকসাহিত্যের নানা দিক*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

মুহাম্মদ খলিলুর রহমান (২০১০)। *ইসলামের দৃষ্টিতে গান বাজনা*, বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা

মোহাম্মদ সাইদুর (১৯৯৯)। 'লোকনাট্য'। *বাংলার লোক ঐতিহ্য লোকনাট্য*, [সম্পা. সৈকত আসগর], বাংলা একাডেমি, ঢাকা

শাহিদা খাতুন (২০১১) 'বিচারগান'। *বাংলা পিডিয়া*, খন্ড ৯, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ঢাকা

সাইমন জাকারিয়া (২০০৮)। *বাংলাদেশের লোকনাটক বিষয় ও আঙ্গিকবৈচিত্র্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সেলিম আল দীন (১৯৯৬)। *মধ্যযুগের বাংলা নাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈকত আসগর (১৯৯৯)। *বাংলার লোক ঐতিহ্য : লোকনাট্য*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা

সৈয়দ গওহার আলী চিশ্‌তী (২০০১)। *জ্ঞান সঙ্গীত*, পীরজাদারা, মানিকগঞ্জ

Syed Jamil Ahmed (2000). *Achinpakhi Infinity: Indigenous Theatre of Bangladesh.* The University Press Limited, Dhaka. Page- 335

বিশেষ কৃতজ্ঞতা

হজরত মনসুর শাহ আল চিশ্‌তি (মুক্তির আলো), দেওয়ান রশিদ আল চিশ্‌তি (জ্ঞান সিন্ধু), আবুল সরকার (আবুল গীতি), আবদুল হালিম বয়াতি (হালিম সংগীত) আজিজ সরকার, আবুল সরকার (ফরিদপুর), আয়নাল বয়াতি, অসীম দাস বাউল, খোরশেদ আলম বয়াতি, কিয়ামউদ্দিন বয়াতি, আলেয়া বেগম, পীর সাহেব আজিমউদ্দিন আল চিশ্‌তি, সাঈদ আলী বিশ্বাস প্রমুখ।